প্রঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার সাবেকি বা সনাতনপন্থী ধারাটি ব্যাখ্যা করো।৫/১০

উঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার সাবেকি ধারার প্রবক্তাগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হিসেবে যে বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে চান সেগুলি হল-

ক। **রাষ্ট্রঃ** রাষ্ট্রের উৎপত্তি, বিবর্ত্‌ন, স্বরূপ, আদর্শ ইত্যাদি রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার সাবেকি ধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু। গার্নারের মতে,রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সূচনা ও সমাপ্তি রাষ্ট্রকে নিয়ে; আবার গেটেলের মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান হল রাষ্ট্র কী ছিল তার ঐতিহাসিক অনুসন্ধান, বর্তমান রাষ্ট্রের বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের রূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে রাজনৈতিক ও নৈতিক আলোচনা।

খ। **সরকারঃ** রাষ্ট্রের স্বরূপের সাথে সরকারের একটি গভীর যোগাযোগ আছে কারণ সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্র তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবে কার্যকর করতে পারে। সিলী, স্টিফেন লীকক প্রমূখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে কেবলমাত্র সরকারকে নিয়ে আলোচনাকে বুঝিয়েছেন।

গ। **রাষ্ট্র এবং সরকারঃ** ল্যাস্কি, গেটেল, গিলক্রিস্ট প্রমূখের মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা রাষ্ট্র ও সরকার উভয়কে নিয়ে। গিলক্রিস্টের মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্র ও সরকার কে নিয়ে আলোচনা করে।

ঘ‌ **আইনঃ** রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রের পক্ষে সরকারকে আইন প্রণয়ন করতে হয়। এই কারণেই রাষ্ট্রের স্থিতাবস্থার জন্য আইনের গুরুত্ব অপরিসীম। সনাতনপন্থী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় আইনের আলোচনাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখেছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত যে দৃষ্টিভঙ্গি রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনায় লক্ষ্য করা যায় সেটিকেই সাবেকি বা সনাতনপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি বলা হয়। অ্যালান বল দার্শনিক, ঐতিহাসিক এবং আইনানুগ দৃষ্টিভঙ্গিকে সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গির অন্তর্গত বলে মনে করেছিলেন। সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গির কিছু মুখ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যথা এটি হলো আদর্শ স্থাপনকারী, বর্ণনাত্মক, অবরোহী, প্রতিষ্ঠান -কেন্দ্রিক, এবং আত্মদর্শনমূলক।

**দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি**

সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গির সবথেকে প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গি হল দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গি রাষ্ট্র ও মানুষের রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে একটি আদর্শ রূপ নির্ধারণ করে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও সমাজে ব্যক্তির স্থান স্থির করে। সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গির একটি বৈশিষ্ট্য হলো, একটি সাধারণ অনুমানকে স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিয়ে অবরোহীমূলক পদ্ধতিতে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করা। এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনায় ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই গুরুত্ব পায়।
**ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি**

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থকদের মতে কোন কিছু বুঝতে হলে তার উদ্ভব ও বিবর্তনের ইতিহাস জানা দরকার। অধ্যাপক গিলক্রিস্ট বলেছেন ইতিহাস কেবলমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে না ভবিষ্যতের নির্দেশক হিসেবে কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসকে নানা তথ্য ও সম্পদে সমৃদ্ধশালী করেছে। এই পদ্ধতিটি মূলত বর্ণনাত্মক।

**আইনগত দৃষ্টিভঙ্গি**

ম্যাকেঞ্জি বলেছেন 1914 সালের আগে আইনগত ব্যবস্থা ব্যাখ্যা না করে রাষ্ট্রব্যবস্থা বিশ্লেষণ করার কথা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা চিন্তা করতেন না।আইনগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা রাজনৈতিক জীবনের সর্বপ্রকার সম্পর্ককে কেবলমাত্র আইনগত দৃষ্টিভঙ্গিতেই বিচার-বিশ্লেষণ করে থাকেন। ডাইসি, হেনরি মেইন, পোলক, হল্যান্ড প্রমূখ চিন্তাবিদগণ আইনের সাহায্যে রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও ভূমিকা ব্যাখ্যা করেছেন। প্রধানত দেশের শাসন ব্যবস্থা, আইনগত সার্বভৌমিকতা, আইনের অনুশাসন, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের আইনগত কাঠামো ও কার্যাবলীর মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থকরা তাদের আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষপাতী।

সনাতন দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা

সনাতন দৃষ্টিভঙ্গির নানা দিক থেকে সমালোচনা করা হয়েছে-

১। সনাতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা রাজনৈতিক আলোচনাকে বর্ণনাত্মক পদ্ধতিতে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। কিন্তু এঁরা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মানুষের সম্পর্কের ধারণাটিকে অবজ্ঞা করেছেন। এটি রাজনৈতিক আলোচনায় পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারেনি।
২। রাজনৈতিক কর্মকান্ডে নানা ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তি ক্রিয়াশীল থাকে। এই দৃষ্টিভঙ্গি সেইসব শক্তিগুলিকে রাজনৈতিক আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করতে সমর্থ হয়নি।

৩। সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গির একটি সমালোচনা হলো এটি মূলত পাশ্চাত্য দেশগুলির প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ে সীমাবদ্ধ থেকেছে। অনুন্নত দেশগুলির রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের আলোচনাতে স্থান পায়নি।

৪। আধুনিককালের আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে সমস্ত ব্যক্তি ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর আচার-আচরণকে বিশ্লেষণ না করে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যেতে পারে না। প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় এই দিকটি উপেক্ষিত হয়েছে।

এই সীমাবদ্ধতাগুলি সত্বেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব ও প্রভাবকে আজও অস্বীকার করা যায় না। এই আলোচনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের ত্রুটিগুলি জানা যায় এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের সুপারিশ করা যায়।